গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১১.০০৬.১৭.৩৩০ তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩০
০৯ মে ২০২৩

বিষয়: **সংশোধিত খসড়া জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩ এর উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড/প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১৯৯৮ সালে প্রণীত জাতীয় ক্রীড়ানীতি সময়োপযোগি করে প্রণয়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে ১৬ (ষোল) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক জাতীয় ক্রীড়ানীতি ১৯৯৮ এর আলোকে **খসড়া জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩** প্রণয়ন করা হয়েছে। এতদসংগে **খসড়া জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩** সংযুক্ত করা হলো।

০২। এমতাবস্থায়, **খসড়া জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩** এর বিষয়ে মতামত/সংযোজন/বিয়োজন(যদি থাকে) জরুরীভিত্তিতে প্রেরণ এবং খসড়া নীতিমালাটি স্ব স্ব ওয়েব সাইটে আপ-লোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

৯-৫-২০২৩
এস. এম. হুমায়ুন কবির
সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৫৫৫১০
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪৪০৮
ইমেইল: .

বিতরণ : কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
২) সচিব, সচিবের দপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
৩) পরিচালক , ক্রীড়া পরিদপ্তর
৪) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১১.০০৬.১৭.৩৩০/১ তারিখ: ২৬ বৈশাখ ১৪৩০
০৯ মে ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব , প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৩) অফিস কপি, ।

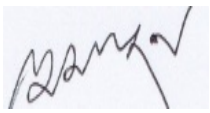

৯-৫-২০২৩
এস. এম. হুমায়ুন কবির
সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রীড়া-১ অধিশাখা

WWW.moysports.gov.bd

জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩
(খসড়া)

মে ২০০৩

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভিশন	৪
২.	মিশন	৪
৩.	ভূমিকা	৪
৪.	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫
৫.	ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং	৬
৬.	ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	৬
৭.	শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া	৭
৮.	ক্রীড়া শিক্ষা ব্যবস্থা	৭
৯.	মহিলা ও ক্রীড়া	৮
১০.	ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (physically challenged) ব্যক্তিদের / বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় সুযোগ	৮
১১.	আন্তজার্তিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	৮
১২.	ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি	৯
১৩.	উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা	৯
১৪.	অগ্রাধিকার	৯
১৫.	বেসরকারি উদ্যোগ	৯
১৬.	পুষ্টি	৯
১৭.	ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প	১০
১৮.	Doping in Sports রোধ	১০
১৯.	মাদক দ্রব্যে অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা	১০
২০.	ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্নয়ন	১০
২১.	ক্রীড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা	১১
২২.	ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা ও অবকাঠামো	১১
২৩.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব	১২
২৪.	ক্রীড়া প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১২
২৫.	বিদ্যমান ক্রীড়া কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠন	১২
২৬.	বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ	১৩
২৭.	ক্রীড়া সংগঠনে নেতৃত্বে ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহের নির্বাচন	১৩
২৮.	সকলের জন্য ক্রীড়া	১৪
২৯.	গ্রামীণ খেলা ও লোকজ ক্রীড়া উৎসব	১৪
৩০.	ক্রীড়ায় অর্থায়ন	১৪
৩১.	ক্রীড়াসেবীদের কল্যাণ	১৪
৩২.	ক্রীড়া ও এসডিজিস	১৫
৩৩.	ক্রীড়া ও অস্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পণা	১৫
৩৪.	ক্রীড়া ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার	১৫
৩৫.	ক্রীড়া ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	১৫
৩৬.	জাতীয় ক্রীড়া দিবস	১৫
৩৭.	ক্রীড়া ও জাতীয় যুবনীতি ২০১৭	১৫
৩৮.	ক্রীড়ানীতির বাস্তবায়ন	১৫
৩৯.	ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল	১৬
৪০.	ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনা	১৬

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviation)

বিকেএসপি	:	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
BKSP	:	Bangladesh krira shikkha protisthan
BSTI	:	Bangladesh Standard and Testing Institute
BOA	:	Bangladesh Olympic Association
DS	:	Development of Sports
HR	:	Human Resource
IFs	:	International Federations
IOC	:	International Olympic Committee
NADO	:	National Anti-Doping Organization
NOC	:	National Olympic Committee
NOC-BAN	:	National Olympic Committee-Bangladesh
NSTCI	:	National Sports Training and coaching Institute
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SME	:	Small and Medium Enterprise
SFD	:	Sport for Development
WADA	:	World Anti-Doping Agency
4IR	:	4th Industrial Revolution
8th 5YP	:	8th Five Year Plan

জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩ (খসড়া)

০১। **ভিশন:**

নিয়মিত ক্রীড়াচর্চার মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।

০২। **মিশন:**

প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে খেলোয়াড় তৈরিপূর্বক আঞ্চলিক ও আর্ন্তজার্তিক ক্ষেত্রে ক্রীড়ার সুনাম বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি খেলার মানোন্নয়ন।

০৩। **ভূমিকা:**

০১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। Rules of Business, 1996-এর Allocation of Business Among the ministries and Division-এ খেলাধুলার মানোন্নয়নের দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে খেলাধুলার মানোন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহযোগিতা দানে বদ্ধপরিকর।

০২. ক্রীড়াচর্চা, ক্রীড়া-অনুশীলন ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা জাতীয় অন্যতম পূর্বশর্ত। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে পূর্ণতাদানের মাধ্যমে জাতীয় সৃজনীশক্তিকে উৎকর্ষ করে। উৎপাদনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান যুবশক্তি গঠনে শারীরিক সুস্বাস্থের পাশাপাশি মানসিক সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনসমূহ স্ব-স্ব আর্ন্তজার্তিক ফেডারেশনসমূহের বিধি বিধান মেনে সরকারের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

০৩. ক্রীড়াচর্চা ও শারীরিক শিক্ষা জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্রীড়াচর্চা, ধর্ম-বর্ণ বয়স নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের জন্মগত অধিকার। বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় বৈচিত্র্যময়তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় খেলাধুলার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

০৪. মনোবল, নৈতিকতা, সংযম ও শৃঙ্খলা, ক্রীড়াবিদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জনের অপরিহার্য সোপান বিধায় সরকার অনুমোদিত ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নীতিগত অনুমোদন দেওয়ার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

০৫. সুস্থ ক্রীড়াচর্চা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকে সংহত করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। জাতির যুবশক্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও উন্নতি বিকাশের সহজ মাধ্যম হচ্ছে ক্রীড়া। এ ক্ষেত্রে ও সরকার অন্যান্য সরকারি/আধাসরকারি/বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যুবশক্তি উচ্ছৃঙ্খল, অসামাজিক কাজে লিপ্ত না হয় এবং মাদকাসক্ত, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদে যুক্ত না হয়ে সুস্থ বিনোদনে মনোনিবেশ করে সে লক্ষ্যে সরকার খেলাধুলাকে গুরুত্ব প্রদান করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

০৬. বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় অলিম্পিকের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে আন্তজার্তিক অলিম্পিক কমিটির প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান পালনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় মানোন্নয়ন তথা আন্তজার্তিক মান. অর্জনের লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং

আর্ন্তজার্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সম্প্রীতি ও ভাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। একই সাথে অলিম্পিক আন্দোলনের পথরেখা এজেন্ডা ২০২০+৫ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের 'স্পোর্টস ফর ক্লাইমেট অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক' এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

০৭. দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধি করে পরিকল্পিত উপায়ে তৃণমুল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য বস্তুগত অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তৃণমুল পর্যায়ে খেলাধুলার মানোন্নয়ন ও দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

০৮. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিটি ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আন্তর্জাতিক সংস্থার বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘমেয়াদি/মধ্যমেয়াদি/স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে খেলাধুলার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

০৯. তৃণমুল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় বাছাই ও নির্বাচন করা জাতীয় পর্যায়ের উপযুক্ত খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

০৪। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

০১. দেশের সর্বস্তরের জনগনের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

০২. ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

০৩. নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের মানুষ যাতে সহজভাবে ক্রীড়া কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

০৪. ক্রীড়াবান্ধব উন্নয়ন প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের প্রতি দিকনির্দেশনা দেওয়া।

০৫. দেশের সর্বত্র ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি গেইম এডুকেশন, প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ক্রীড়াবিদদের ফিটনেস ও আধুনিক স্পোর্টস সফটওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্ব আরোপ করা।

০৬. প্রতিটি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন / বোর্ড / সংস্থায় ক্রীড়াবিদ / কোচ / প্রশিক্ষণ, রেফারি / জাজ / আম্পায়ারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে হালনাগাদ ডাটাবেজ থাকবে যাতে করে তাৎক্ষনিকভাবে খেলোয়াড়/পৃষ্ঠপোষক/ক্রীড়া সংগঠক/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যায় এবং হালনাগাদ করা।

০৭. বিশেষ শ্রেণির নাগরিক, প্রতিবন্ধী ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা এবং এ সংক্রান্ত একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা।

০৮. দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা করা ও গ্রামীণ খেলাধুলাকে উৎসাহিত করা।

০৯. মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে ক্রীড়া নীতিকে প্রয়োগ করে মাদকমুক্ত যুবদের ক্রীড়ার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা।

১০. শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়ার পরিবেশ উন্নত করা এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

১১. বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন, আন্তর্জাতিকমানের ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ করা।

১২. ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে

অলিম্পিক গেমস, ইয়ুথ অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, ইসলামিক সলিডারিটি গেমস-সহ আন্তর্জাতিক ফেডারেশন/সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় শিরোপা ও পদক অর্জন করা যায়। এছাড়া দেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক খেলাধুলা আয়োজনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১৩. মহিলা ক্রীড়া বিকাশের জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ, উপযোগী স্বতন্ত্র আধুনিক মহিলা ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও মহিলা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৪. ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্যের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করা।

১৫. আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয়মানের খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে খেলোয়াড়দের জন্য চাকরি কোটা প্রচলন করা।

০৫। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং:

০১. ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও তৃণমূল হতে প্রতিভা অন্বেষণের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য দেশি/বিদেশি প্রশিক্ষণ দ্বারা বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে আধুনিক মানের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ স্থাপনা নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার/উন্নয়ন করা হবে। তাছাড়া ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

০২. প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ক্রীড়াকে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিষয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

০৩. দক্ষ ক্রীড়া প্রশিক্ষক, কোচ সৃজন ও নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

০৪. ক্রীড়া বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ক্রীড়া প্রশিক্ষক, কোচ সৃজনের লক্ষ্যে মানসম্মত প্রশিক্ষণ/কোচিং প্রদানের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ ও কোচিং প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য 'জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং ইনস্টিটিউট (National Sport Training and Coaching Institute-NSTCI) স্থাপন করা হবে। এ ইনস্টিটিউটে 'ডিপ্লোমা ইন স্পোর্টস ট্রেনিং ও কোচিং (Diploma in Sports and Coaching)' প্রোগ্রাম চালু করা হবে। 'জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিকেএসপিতে ডিপ্লোমা ইন কোচিং প্রোগ্রাম চালু করে তা অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা (Sport Management) কোর্স চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৫. ক্রীড়া প্রশিক্ষক, কোচ, আম্পায়ার/রেফারীদের দেশে/বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হবে।

০৬। ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ:

০১. অনুন্নত দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে প্রতিভা অকালেই ঝরে যায়। উন্নত বিশ্ব সম্পদ প্রাচুর্য্যের কারণে প্রতিভাকে অঙ্কুর হতে ধরে রাখতে পারে। অঙ্কুর হতে লালিত প্রতিভা নিজের এবং জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনে। নিয়মিত প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের শনাক্ত করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাদের মানোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা হবে।

০২. দেশব্যাপী স্কুলসমূহেই তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও চিহ্নিতকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাস শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বাধিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

০৩. অন্বেষিত খেলোয়াড়দের (Sports talents) প্রতিভার বিকাশ এবং তাদের পারফরম্যান্স বৃদ্ধির জন্য সরকারি বেসরকারিভাবে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনে প্রশিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

০৭। শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া:

০১. শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া প্রতিভা চয়ন ও বিকাশের চারণক্ষেত্র। শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়াঙ্গনের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে খেলার মাঠসহ খেলাধুলার প্রাথমিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

০২. শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া শিক্ষক ও প্রশিক্ষক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য সাংগাঠনিক কাঠামো এবং বয়সভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।

০৩. সারাদেশে প্রতিবছর নিয়মিত আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তবিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অর্থ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করবে।

০৪. স্কুল, কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক, প্রশিক্ষকদেরকে শুধুমাত্র ক্রীড়া কর্মকান্ডে নিয়োজিত রাখা হবে। ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে তাদেরকে কোনক্রমেই নিয়োজিত করা যাবে না।

০৫. ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে ক্রীড়া ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ খেলাধুলা কার্যক্রম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ, কোচিং ব্যতীত অন্য কোন কাজে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ভিজিট/পরিদর্শন, অডিটের মাধ্যমে এ বিষয়টি তদারকি করবেন।

০৬. বাংলাদেশের সকল মাঠের কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায়ের ডাটাবেজ তৈরী করা দরকার। ডাটাবেজ তৈরী করা হলে মাঠ দখলের বিরুদ্ধে নজরদারির বিষয়টি সহজ হবে।

০৮। ক্রীড়া শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

০১. শারীরিক শিক্ষাকে জনপ্রিয় ও এর প্রায়োগিক সুফল সর্বস্তারের মানুষের মাঝে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি করে শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা হবে।

০২. শারীরিক শিক্ষা কলেজ সমূহে শারীরিক শিক্ষা (physical Education) বিষয়ে ৩ (তিন) বছর মেয়াদের স্নাতক অথবা ৪ (চার) বছর মেয়াদের স্নাতক (সম্মান) ও ২ (দুই) বছর অথবা ১ বছর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মেয়াদের স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) কোর্স চালু করে ছাত্র/ছাত্রীদের এ বিষয়ে মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে।

০৩. নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ) পর্যায়ে শিক্ষা কারিকুলামে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াকে একটি আবশ্যিক বিষয় (Compulsory Subject) হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া কারিকুলামে অলিম্পিক আন্দোলন, অলিম্পিক গেমস, আইওসি (IOC) ও আইওএ (IOA) এর শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ক্রীড়া ও আইওসি-এর ভূমিকা অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

০৪. বিকেএসপির ঢাকাস্থ প্রধান কেন্দ্রের ক্রীড়া কলেজে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা (Sports and physical Education) বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালু করে ছাত্র/ছাত্রীদের এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে। এতে মানসম্মত আধুনিক ক্রীড়া শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

০৫. বিকেএসপির প্রতিটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ এবং স্পোর্টস সাইন্স, স্পোর্টস

বায়োমেকানিক, স্পোর্টস সাইকোলজি ল্যাব (Sports Science Bio-Mechanic Lab, Sports Physically) প্রতিষ্ঠা করা হবে। Sports Medicine শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। ক্রীড়া শিক্ষায় উচ্চতর পাঠ্যক্রম চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ কেন্দ্র ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার মানোন্নয়নে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

০৬. বিকেএসপির আওতায় প্রতিটি জেলায় (বিভাগীয় সদর ব্যতীত) পর্যায়ক্রমে একটি করে ক্রীড়া স্কুল (Sports School) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

০৭. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ চালুসহ বিশেষায়িত ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এখানে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা, অনার্স, মাস্টার্স, এমএস, এমফিল ও পিএইচডি ইত্যাদি প্রোগামসহ কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা থাকবে।

০৮. ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ, কোচিং ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ক্রীড়া সেক্টরে মানব সম্পদ সৃজন করা হবে।

০৯। মহিলা ও ক্রীড়া (Women and Sports):

০১. দেশের সার্বিক ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ক্রীড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠনে এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা হবে। মহিলাদেরকে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা প্রদানে এবং প্রশিক্ষণ অনুশীলনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্রীড়াকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং সার্বক্ষণিকভাবে মহিলা ক্রীড়াবিদদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

০২. দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মহিলা ক্রীড়াবিদদের বাছাইয়ের লক্ষ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে। সার্ভিসেস টিমে মহিলা ক্রীড়াবিদদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

০৩. মহিলা খেলোয়াড়দেরকে মহিলা বিষয়ক বিভিন্ন সম্পৃক্তকরণে ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৪. সকল ধরনের ক্রীড়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণে সমতা (Equality) নিশ্চিত করা হবে। ক্রীড়ার মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও মহিলা নেতৃত্বের বিকাশ উৎসাহিত করা হবে। সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনসহ অন্যান্য কাজে IOC ও IFs নির্ধারিত মহিলা কোটা অনুসরণ করা হবে।

১০। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challenged) ব্যক্তিদের / বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সুযোগ:

০১. খেলাধুলায় সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challenged) ব্যক্তিদের / বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের দেশে/বিদেশে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের উপযোগী বিশেষ ধরনের খেলাধুলার আয়োজন, প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।

০২. ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড (Physically Challenged) ব্যক্তিদের / বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের উপযোগী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। নতুন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতঃ ডিজাইন প্রস্তুত করা হবে।

১১। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ:

০১. খেলাধুলাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া ডিসিপ্লিনের জাতীয় দলসমুহ অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, সাফ গেমস এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০২. বিদেশে ক্রীড়া প্রতিনিধি দল প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১২। ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি:

০১. বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ অনুপ্রাণিত করা হবে। গণমাধ্যম যথাযথ/উপযুক্ত কার্যক্রম প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় টেলিভিশনে জনপ্রিয় দেশি/বিদেশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা হবে।

০২. ক্রীড়া সংস্থা গড়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন, ক্রীড়া তথ্য সংরক্ষণ, ক্রীড়া আর্কাইভ/জাদুঘর, ক্রীড়া পাঠাগার গড়ে তোলা ও ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণায় ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হবে।

০৩. প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থী বাছাই/নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

১৩। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা:

০১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনকারী খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক, পৃষ্ঠপোষকদের ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এবং শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

০২. পর্যায়ক্রমে ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকদের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারসহ অন্যান্য ক্রীড়া পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হবে।

০৩. জেলা কোটায় কৃতী ক্রীড়াবিদদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

০৪. প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের সম্মাননা এবং তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ক্রীড়া ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার নীতিকে প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করা হবে।

০৫. জাতীয় মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিষয় ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্পোর্টস ডিসিপ্লিন/ইভেন্ট নির্বাচন করে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

০৬. সারাদেশে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী খেলোয়োদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তির ব্যবস্থা করা।

১৪। অগ্রাধিকার:

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেসব ক্রীড়া ডিসিপ্লিন সফল হবে, সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা/ আনুকূল্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৫। বেসরকারি উদ্যোগ:

বেসরকারি উদ্যোগে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত আয়করমুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৬। পুষ্টি:

০১. ক্রীড়াবিদের প্রয়োজনীয় দৈহিক ও শারীরিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন/সংস্থা/

প্রতিষ্ঠান/ক্লাবসমূহ পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার ক্রীড়া সংস্থা সমূহের জন্য ন্যূনতম একজন করে পুষ্টি বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৭। ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প :

০১. ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (SME Foundation)-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উৎপাদিত ক্রীড়া সামগ্রীর গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসটিআই (BSTI) থেকে গুণগতমান সম্পর্কে সনদ গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং দেশীয় বেসরকারি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাহিদা মোতাবেক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০২. দেশীয় ক্রীড়া সামগ্রীর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয় করে খেলোয়াড়, ক্রীড়া ক্লাব/সংস্থার মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এ ধরণের সামগ্রীর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সরকার প্রচলিত বিধিমতে বিশেষ ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান করবে।

০৩. সরকার বিশেষ প্রয়োজনে ক্রীড়া সামগ্রী সরাসরি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা করা।

১৮। ক্রীড়ায় ডোপিং (Doping in Sports) রোধ:

০১. ডোপিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ ক্রীড়া ফেডারেশন, সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় করার জন্য National Anti-Doping Organization (NADO) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

০২. ডোপিং-এর বিষয়ে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি অব্যাহত থাকবে। ডোপিংসহ অন্যান্য নিষিদ্ধ ড্রাগ, পদ্ধতি সেবন, ব্যবহারসহ (WADA কর্তৃক নিষিদ্ধ) নানারকম নেতিবাচক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক, শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

১৯। মাদক দ্রব্যে অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা:

০১. ক্রীড়াঙ্গনকে মাদকদ্রব্যের সকল প্রকার অপব্যবহার থেকে মুক্ত রাখার জন্য সকল সংগঠনকে সক্রিয় করা হবে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার শনাক্ত করার জন্য আধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেছেন প্রমাণিত হলে গ্রহণকারী খেলোয়াড়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুশাসনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হবে।

০২. মাদক সেবন/ব্যবহারসহ নানারকম নেতিবাচক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না হওয়ার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশনসমূহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক, শিক্ষামূলক, কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচলনা করবে। এ ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল, সংশোধনাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

২০। ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্নয়ন (Sports for Development-SFD)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্নয়ন (Sports for Development) ধারণা (concept) কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে ক্রীড়াকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

০১. ক্রীড়া ও সামাজিক উন্নয়ন (Sports and social Development): ক্রীড়ার মাধ্যমে

সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ও সামাজিকীকরণ (Socialization), ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য (Health), ক্রীড়া ও জেন্ডার সমতা (Gender equality), ক্রীড়া ও নারীর ক্ষমতায়ন (Women Empowerment), ক্রীড়া ও পরিবেশ (Environment), ক্রীড়া ও স্বেচ্ছাসেবা (Volunteerrism), ক্রীড়া ও শান্তি (Peace), ক্রীড়া ও মানবাধিকার (Human Rights), ক্রীড়া ও অ্যাডভোকেসি (Advocacy) ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেওয়া হবে। এতদউদ্দ্যেশ্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০২. ক্রীড়া ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Sports and Economic Development): ক্রীড়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ক্রীড়া শিল্প (Industry) ক্রীড়া ও ট্যুরিজম (tourism), ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি (Human Resource-HR), ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন কর্ম সৃজন (job opportunity) ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৩. ক্রীড়া ও পর্যটন (Sports tourism): ক্রীড়া ও পর্যটনের মাধ্যমে বিনোদন সেবা প্রদান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পর্যটকদের আকৃষ্ট জন্য দেশের সকল পর্যটন এলাকায় পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও ক্রীড়া সুযোগ এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সেক্টরে সরকারি বেসরকারি /অর্থায়ন ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

০৪. দেশের বিভিন্ন পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকায় পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ, সুযোগ সুষ্টি এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হবে। দেশের সম্ভাবনাময় 'বিচট্যুরিজম' ও 'এ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম'-কে উৎসাহিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সকল অংশীজনদের নিয়ে এক সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ সেক্টরে সরকারি-বেসরকারি অর্থায়ন ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

২১। ক্রীড়া উন্নয়ন ও পরিকল্পনা:

০১. ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, বস্তুগত সুবিধা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, তৃণমূল থেকে বাছাইকরণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

০২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা সদরের নিকটবর্তী স্থানের খাস ও অকৃষি জমিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে, নদী, খাল-বিল ও জলাশয় শ্রেণির এবং ফোরশোরের জমি নির্বাচন করা যাবে না।

০৩. বন্ধুপ্রতিম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনে ক্রীড়া উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

২২। ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা ও অবকাঠামো:

০১. গ্রামাঞ্চল হতে মহানগরী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে উপযোগিতার ভিত্তিতে খেলাধুলার জন্য মাঠ, সুইমিংপুল বা পুকুর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হবে। সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লোকাল কমিউনিটি, শিল্প এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা ইত্যাদিতে সম্ভাব্য ক্রীড়া চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ব্যবস্থা রাখা হবে। পর্যায়ক্রমে এই অবকাঠামো এমন ভাবে সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ ও সাঁতারের পুকুর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় খেলার মাঠ, মিনি স্টেডিয়াম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে পূণাঙ্গ/আন্তর্জাতিক মানসম্মত স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত খেলার মাঠ এবং মহানগরী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ও উন্নতমানের ক্রীড়া স্থাপনা সুবিধাদির সৃষ্টি হয়।

০২. প্রতি উপজেলায় একটি "শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম" আবশ্যিকভাবে নির্মাণ করা হবে। এছাড়া

প্রতিটি বিভাগে ইনডোর প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিজ, সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়ামসহ একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে

০৩. প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে খেলার মাঠ আবশ্যিকভাবে নির্ধারণপূর্বক এর উন্নয়ন করা হবে।

০৪. সকল পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এ সেক্টরে অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরামর্শ ও সহযোগিতা নেওয়া হবে।

২৩। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব:

০১. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও অবকাঠামো সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

০২. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্ব-স্ব বাজেটে ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে

০৩. সারা দেশে স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল এবং অন্যান্য ধরনের ক্রীড়া স্থাপনার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের আওতাধীন দেশব্যাপী বিদ্যমান খেলার মাঠ, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়ামসহ ক্রীড়াস্থাপনাগুলো যথাযতভাবে সংরক্ষণ ও মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলোকে কোনোক্রমেই খেলাধুলা ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

০৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের লব্ধ আয়ের একটা অংশ স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া সংস্থাকে প্রদান করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২৪। ক্রীড়া প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (Sports Administration and Management)

০১. দেশব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সমন্বয় ও তদারকির জন্য পর্যায়ক্রমে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় /কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

০২. তৃণমূল ও জেলা পর্যায়ে বছরব্যাপী নিয়মিত খেলাধুলা চর্চা অনুশীলন/প্রশিক্ষণ , ক্যাম্প, কার্নিভাল, প্রতিযোগিতা, লিগ, টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন ও পরিচালনা, ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ইত্যাদি কাজের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় সংখ্যক জেলায় ও উপজেলায় প্রয়োজনীয় কোচ/প্রশিক্ষক, গ্রাউন্ডসম্যানের পদ সৃজন ও পদায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৩. প্রশিক্ষণার্থী/ ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যার আনুপাতিক হারে বিকেএসপি ও শারীরিক শিক্ষা কলেজে যথাক্রমে কোচ ও প্রভাষকের পদ সৃজনপূর্বক পদায়ন করা হবে।

০৪. ক্রীড়া পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ে এর কার্যালয় স্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোচ ও জনবলের পদ সৃজনপূর্বক পদায়ন করা হবে।

০৫. ক্রীড়াক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য স্পোর্টস এডমিনিস্ট্রেশন/ ম্যানেজমেন্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫। বিদ্যমান ক্রীড়া কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠন :

০১. দেশে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি ক্রীড়া কাঠামোকে যুগোপযোগী করে পুনগঠন ও পুনর্বিন্যাস করা হবে।

০২. ক্রীড়াক্ষেত্রে বিদ্যমান চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যথা: (১) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (২) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩) ক্রীড়া পরিদপ্তর ও ৪) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সার্থক সমন্বয় করে শক্তিশালী ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচলনা করার লক্ষ্যে এগুলোকে 'সেন্টার অব একসিলেন্স' হিসেবে

গড়ে তোলা হবে।

০৩. সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ও জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা এবং উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অধিকতর গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হবে। সরকারি খাতের উপর এসব প্রতিষ্ঠানের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা উদ্যোগ গ্রহণ গ্রহণ হবে। বেসরকারি খাতের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থায়নের উপর জোর দেওয়া হবে।

০৪. জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থাসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা প্রয়োজনে সংশোধন করে অধিক কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

২৬। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ:

০১. ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (IOC) অলিম্পিক চার্টারের অন্তর্গত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (BOA) কর্তৃক দেশে অলিম্পিক আন্দোলনকে জোরদারকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খেলাধুলার বহুমুখী উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (NOC-BAN) ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ক্রীড়াবিদ নির্বাচন এবং প্রচলিত নিয়মে তা চূড়ান্তকরণ ও দল প্রেরণ করবে।

০২. জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ জাতীয় পর্যায়ে সকল প্রকারের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণার্থে প্রাথমিকভাবে দল/ক্রীড়াবিদ নির্বাচন করবে। নির্দিষ্ট খেলার মান উন্নয়নে বয়সভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ আওতাভূক্ত সকল স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করবে।

০৩. জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে বছরের প্রথমেই সংশ্লিষ্ট বছরের এবং কমপক্ষে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে জানাবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বৎসরের জন্য একটি সমন্বিত ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন করবে।

০৪. তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে সাংগনিক কমিটি সৃষ্টি করে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এ ক্ষেত্রে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

২৭। ক্রীড়া সংগঠনে নেতৃত্ব ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহের নির্বাচন:

০১. সকল ক্রীড়া সংগঠন যেমন: জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ও জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অনুমোদিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক আদর্শ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হবে।

০২. সকল ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা/ফেডারেশনসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা/ফেডারেশনসমূহ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আদর্শ গঠনতন্ত্র অনুসরণ করবে। প্রত্যেক ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট International Regulatory Body (International Federation)-এর গঠনতন্ত্রের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্ব স্ব ফেডারেশন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রত্যেক ফেডারেশন / সংস্থা তার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করতে হবে। সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে সকল ক্রীড়া ফেডারেশন/সংস্থার আর্থিক বিষয় তত্ত্বাবধান করবে।

০৩. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত মডেল গঠনতন্ত্র বিভিন্ন ফেডারেশনের জন্য গাইডলাইন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের নির্বাচন তার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

০৪. প্রত্যেক ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের "International Regulatory Body"-এর গঠনতন্ত্রের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্ব স্ব ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

০৫. প্রত্যেকটি ফেডারেশন তার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব বিবারণী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে।

২৮। **'সকলের জন্য ক্রীড়া':**

'সকলের জন্য ক্রীড়া (Sports for All) আন্দোলন গড়ে তুলে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

২৯। **গ্রামীণ খেলা ও লোকজ ক্রীড়া উৎসব:**

সুস্থ দেহ ও সুন্দর মনের অধিকারী সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের স্বার্থে এবং জাতীয় ক্রীড়ায় আবহমান বাংলায় লোকায়তা ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও উৎসবকে উৎসাহিত করা হবে এবং বিলুপ্ত প্রায় গ্রামীণ খেলাধুলাকে যেমন, নৌকাবাইচ, হা-ডু-ডু, লাঠিখেলা, বলীখেলা ইত্যাদি উজ্জীবিত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

৩০। **ক্রীড়ায় অর্থায়ন:**

০১. দান, অনুদান, স্পনসরশিপ, টিভি সম্প্রচার হতে অর্থায়ন, লটারি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রীড়া খাতে আয় বৃদ্ধি করা হবে। তবে সংগৃহীত অর্থ যাতে বিধি- বহির্ভূতভাবে ব্যয় না করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আর্থিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া পৃষ্ঠপোষকদেরকে পর্যায়ক্রমে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার' শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার' এর আওতায় আনা হবে।

০২. বাজেটে ক্রীড়া খাতে সম্পদের লভ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

০৩. বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রীড়ার ব্যয় প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধিসহ সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাজেটে ক্রীড়ার জন্য অর্থের সংস্থান রাখার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৪. আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার যোগসূত্র বৃদ্ধি করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩১। **ক্রীড়াসেবীর কল্যাণ:**

০১. অসচ্ছল, অসুস্থ ও আহত ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে অবসরকালীন ক্রীড়া ভাতা, এককালীন অনুদান, বিশেষ অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং এর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হবে।

০২. ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, কোচিং, শিক্ষা-এর দক্ষতা উৎকর্ষতা সাধনে অনুদান ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

০৩. অসুস্থ, আহত ও অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে এবং এর ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়া ক্রীড়াবিদদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা (Medical Insurance) চালু এবং জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য সরকারি হাসপাতালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনামূল্যে কেবিনসহ ভিআইপি চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪. অসচ্ছল, অসুস্থ ও আহত ক্রীড়াসেবীদের পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

০৫. পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতি ও প্রতিভাধর খেলোয়াড়দের বৃত্তি প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩২। **ক্রীড়া ও এসডিজিস (Sports and SDGs):**
ক্রীড়া ও শরীর চর্চা কার্যক্রম নিয়মিত অংশগ্রহণ, পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে এসডিজি-এর বিভিন্ন Goal বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৩। **ক্রীড়া ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (8^{th} 5yp):**
সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫) অনুযায়ী খেলাধুলার উন্নয়নে লক্ষ্যসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের লক্ষে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৪। **ক্রীড়া ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার:**
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বিশ্ব ক্রিকেট বর্তমানে বংলাদেশর গৌরব জাগানো অবস্থান আরও সুদৃঢ় করা, ফুটবল,হকি ও অন্যান্য খেলা আন্তর্জাতিক মানে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। একই সাথে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩৫। **ক্রীড়া ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব :**
চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) মোকাবেলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও টেকসই ক্রীড়া সরঞ্জাম/উপকরণ, ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩৬। **জাতীয় ক্রীড়া দিবস:**
আনন্দঘন, উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতি বছর আর্ন্তজাতিক ক্রীড়া দিবস ৬ এপ্রিল জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করা হবে। এ দিবসে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হবে।

৩৭। **ক্রীড়া ও জাতীয় যুবনীতি ২০১৭:**
জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ এর অনুচ্ছেদ ৯.২ অনুসরণে ক্রীড়াকে যুব ও উন্নয়ন এবং সামাজিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্প্রীতির বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩৮। **ক্রীড়ানীতির বাস্তবায়ন:**

০১. ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় আওতাধীন দপ্তরসমূহকে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।

০২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের অধীনস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দপ্তর, সংস্থার মাধ্যমে ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।

০৩. ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় যুব সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদ, জেলা ক্রীড়া অফিস, বিকেএসপি, সকল ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা সংস্থা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা,জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে স্থানীয় যুব সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

০৪. সকল পর্যায়ের ক্রীড়া ক্লাব, যুব ক্লাব, ক্রীড়া সংগঠন ও যুব সংগঠনদের সম্পৃক্ত করে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

৩৯। **ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল:**

০১. ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন, দেশের ক্রীড়ার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত যুগোপযোগী ও কার্যকরী একটি 'ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল'গঠন করা হবে।

০২. ক্রীড়ার উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব/ সচিবগণ এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বগণ উক্ত 'ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল'-এর সদস্য হবেন। এ কাউন্সিল হবে ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্ষদ। এই পর্ষদ প্রতি বছর অন্তত এক বা একাধিক সভায় মিলিত হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ কাউন্সিলকে সাচিবিক সহযোগিতা সহায়তা প্রদান করবে।

০৩. সরকার তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি মনিটর করার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

৪০। **ক্রীড়া নীতি পর্যালোচনা:**

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রতি ০৫ (পাঁচ) বছর অন্তর ক্রীড়ানীতি পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মোহাঃ লিয়াকত আলী
উপসচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার